দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ 27 AUG 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

বন্যাকবলিত জেলায় সরকারি পাঠ্যবই সরবরাহ ব্যাহত

এম এইচ রবিন ●

বন্যাকবলিত জেলাগুলোতে সরকারি বিনামূল্যের পাঠ্যবই সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। ওইসব এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানির কারণে বই রাখার স্থান সংকুলান হচ্ছে না। সড়ক যোগাযোগ ভেঙে পড়ায় পরিবহনেও রয়েছে ঝুঁকি। ফলে ছাপাখানায়ই স্তূপ হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। স্থান সংকুলানের বিষয়ে ভাবছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)।

বন্যাকবলিত জেলাগুলো হচ্ছে– দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, রাঙামাটি, নীলফামারী, গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, জামালপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, ময়মনসিংহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাজবাড়ী, নওগাঁ, জয়পুরহাট, যশোর, মৌলভীবাজার, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, মাদারীপুর, কুমিল্লা, শেরপুর, নাটোর ও ঢাকা জেলার আশপাশের এলাকা।

এনসিটিবি ও পাঠ্যপুস্তক সরবরাহকারীদের তথ্যমতে, বন্যাকবলিত ২০টির বেশি জেলার অন্তত ৭০টি উপজেলায় পাঠ্যপুস্তক পৌঁছানো যাচ্ছে না। পাঠ্যপুস্তক ১ জানুয়ারি প্রথম ক্লাসে বিতরণের জন্য দ্রুতগতিতে চলছে ছাপানোর কাজ। সরবরাহ বন্ধ থাকলেও চলছে উৎপাদন। ফলে ছাপা সম্পন্ন হওয়া পাঠ্যপুস্তক রাখার স্থান সংকুলান নিয়ে বিপাকে পড়েছেন সরবরাহকারীরা। এখনি সরবরাহ না করা গেলে এসব পাঠ্যপুস্তক রাখার জন্য বিকল্প ভাবা হচ্ছে সরকারি গুদামঘর কিংবা ভাড়া নিয়ে বেসরকারি গুদামঘরের বিষয়ে।

মুদ্রণশিল্প সমিতির সভাপতি তোফায়েল খান আমাদের সময়কে জানান, বন্যার কারণে সরবরাহ বন্ধ আছে উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলায়। উৎপাদিত পাঠ্যবই ছাপাখানায় রাখার জায়গাও নেই। কারখানাগুলোয় অনেক কাগজ মজুদ করতে হয় মেশিনের কাছাকাছি, এখন বই রাখব, নাকি কাগজ রাখব। বন্যাকবলিত জেলাগুলোয় প্রায় ৩ হাজার ৭২৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

বন্যাকবলিত জেলায়

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এগুলোর বেশির ভাগ পাঠদান বন্ধ। কিছু বিদ্যালয় খোলা থাকলেও রাস্তাঘাটে পানি থাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারছে না শিক্ষার্থীরা। ফলে ওইসব এলাকার শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলেছেন, পানি নেমে যাওয়ার পর প্রকৃত ক্ষতির চাহিদা অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানগুলো মেরামত বা সংস্কার করা হবে। এখনো স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তাদের মাধ্যমে তারা ক্ষতিগ্রস্ত ও পাঠদান বন্ধ হওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা সংগ্রহ করেছে। এনসিটিবির উৎপাদন ও বিতরণ সূত্রে জানা গেছে, সর্বোচ্চ তিন কোটি পাঠ্যবই ছাপানো সম্পন্ন হয়েছে। সরবরাহ সম্পন্ন করা গেছে মাত্র দেড় থেকে পৌনে দুই কোটি। ছাপা সম্পন্ন হওয়া বাকিগুলো ছাপাখানায় রাখতে বলা হয়েছে। সরবরাহ বিঘ্ন ঘটনায় এসব পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বিপাকে পড়েছে ছাপাখানা কর্তৃপক্ষ। স্থান সংকুলান না হওয়ায় উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা করছেন তারা। এখনি সরবরাহ না করা গেলে এসব বই রাখার জন্য সরকারি গুদামঘরকে বিকল্প ভাবা হচ্ছে। প্রয়োজনে বেসরকারি গুদামঘর ভাড়া নেওয়ার বিষয়টিও ভাবনায় রাখা হচ্ছে। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এনসিটিবির কর্মকর্তারা উদ্ভূত পরিস্থিতি আড়াল করার চেষ্টা করছেন, এতে সমস্যা আরও বাড়ার শঙ্কা অন্য দায়িত্বশীদের। বন্যায় পাঠ্যপুস্তক সরবরাহে কোনো সমস্যা নেই বলে দাবি করেছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বেসরকারি মাধ্যমিক) চৌধুরী মুফাদ আহমেদ। বৃহস্পতিবার নিজ দপ্তরে আমাদের সময়কে তিনি বলেন, পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ ঠিক আছে, বন্যায় তেমন সমস্যা নেই। তবে এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা সমস্যা স্বীকার না করে বলেন, অন্যান্য বছরের এই সময়ের তুলানায় পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ অনেক এগিয়েছে। কোনো জায়গায় একটু-আধটু সমস্যা হয়েছে। আর ছাপাখানায় অনেক পাঠ্যপুস্তক রাখার ব্যবস্থা আছে। তিনি সঠিক কোনো পরিসংখ্যান দিতে পারেননি। ধারণা করছেন, আনুমানিক ৪ কোটির মতো পাঠ্যপুস্তক ছাপানো সম্পন্ন হয়েছে। এক হিসাবে দেখা যায়, গতবছর এই সময়ে সরবরাহকৃত পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা ছিল পাঁচ কোটি।

পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.........
তারিখ.........
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ
কার্যার্থে/অবগতার্থে